205100 - সমবায় বীমা ও ব্যবসায়িক বীমার মাঝে পার্থক্য

প্রশ্ন

আমি একটি সরকারি কোম্পানিতে চাকুরি করি। আমার প্রশ্নটি হচ্ছে: আমার কোম্পানিতে বিদ্যমান স্বাস্থ্য বীমার বৈধতা সম্পর্কে। আমি নিম্নোক্ত পয়েন্টে সংক্ষেপে প্রশ্নটি উল্লেখ করছি:

১. এই স্বাস্থ্য বীমা মানে: একটি আর্থিক তহবিল যার নাম 'স্বাস্থ্য বীমা তহবিল'। একটি বিশেষ কমিটি এটি পরিচালনা করে। কর্মকর্তারা ডাক্তার দেখিয়ে যে অর্থ ব্যয় করেছে সেই অর্থের উল্লেখপূর্বক ডাক্তারি প্রেসক্রিপশন জমা দিলে তখন তাদেরকে সেই পরিমাণ আর্থিক ক্ষতিপূরণ দেওয়া হয়।

২. উক্ত তহবিলের অর্থের উৎস দুইটি:

এক: কোম্পানির পক্ষ থেকে তহবিলে প্রদত্ত অনুদান, যা তহবিলের মোট আয়ের ৮০%। কোম্পানির বাৎসরিক লাভ থেকে এটি বরাদ্দ করা হয়।

দুই: কর্মকর্তাদের বেতন থেকে অংশ ভিত্তিক কেটে রাখা অর্থ। যার পরিমাণ তহবিলের আয়ের ২০%। অবিবাহিত কর্মকর্তার বেতন থেকে ১০০০ দীনার (প্রায় তিন হাজার রিয়াল) এবং বিবাহিত কর্মকর্তার বেতন থেকে ৩০০০ দীনার কেটে রাখা হয়। বিবাহিত কর্মকর্তার ক্ষেত্রে এটি তখনই কার্যকর হয়, যখন তিনি কমিটির নিকট তার পরিবারের সদস্যদেরকেও তহবিলের সুবিধাভোগীদের অন্তর্ভুক্ত করার আবেদন করেন।

৩. স্বাস্থ্য বীমা তহবিলে অংশ নেওয়া অবিবাহিত ও বিবাহিত কর্মকর্তার জন্য ঐচ্ছিক।

৪. কর্মকর্তাকে প্রদত্ত ক্ষতিপূরণের পরিমাণ তার মাসিক প্রদানের চেয়ে বেশি হয়। একই মাসে কর্মকর্তাদেরকে প্রদত্ত ক্ষতিপূরণের মধ্যে তারতম্য থাকে। কারণ একই মাসে সবাই অসুস্থ হয় না। ফলে কেউ কেউ তহবিলের সুবিধা ভোগ করে, আবার কেউ কেউ তা থেকে উপকৃত হয় না।

৫. কোনো কর্মকর্তা যদি তহবিল থেকে কোনো সুবিধা ভোগ না করেন, তাহলে তার বেতন থেকে কেটে নেওয়া অর্থ তাকে ফেরত দেওয়া হবে না— না বছরের শেষে, আর না অবসরে যাওয়ার সময়।

৬. বছর শেষে তহবিলে অবশিষ্ট অর্থ পরবর্তী বছরের জন্য স্থানান্তরিত করা হয় এবং নতুন বছরের অর্থের সাথে যুক্ত করা হয়।

৭. কোম্পানি কোনো বহিরাগত কোম্পানি বা বীমা কোম্পানির সাথে লেনদেন করে না।

এই স্বাস্থ্য বীমা কি সমবায় বীমার অন্তর্ভুক্ত হবে? এতে কি অংশগ্রহণ করা যাবে?

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।.

এক:

ব্যবসায়িক বীমা ও সমবায় বীমার মাঝে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্য হলো সমবায় বীমায় কিস্তি হিসেবে গৃহীত অর্থের মালিক তহবিল পরিচালনা কমিটির হাতে থাকে না। বরং এটি অনুদান হিসেবে গণ্য হয় এবং যাদের ক্ষেত্রে শর্ত প্রযোজ্য হয় তাদের জন্য ব্যয় করা হয়। কিন্তু ব্যবসায়িক বীমায় উক্ত কমিটি অংশীদারদের কর্তৃত্ব পরিমাণ অর্থের মালিক হয় এবং তার নিজস্ব অ্যাকাউন্টে তা জমা হয়। বিনিময় হিসেবে যাদের ক্ষেত্রে শর্ত প্রযোজ্য হয় তাদেরকে এর থেকে চিকিৎসা খরচ দেওয়া হয়। উভয় রূপের মাঝে বিস্তর পার্থক্য রয়েছে।

প্রথম রূপটি পারস্পরিক সহযোগিতা তথা তাকাফুল। এর পক্ষে সুন্নাহ থেকে প্রমাণ রয়েছে। আবু মুসা রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন: নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: "আশআরী গোত্রের লোকদের যখন জিহাদের পাথেয় ফুরিয়ে যায় অথবা মদীনাতে তাদের পরিবার পরিজনদের খাদ্য কমে যায় তখন তারা তাদের নিকট যা কিছু থাকে তা সবাই একটি কাপড়ে জমা করে। অতঃপর তা নিজেদের মধ্যে একটি পাত্রে সমানভাবে বন্টন করে নেয়। সুতরাং তারা আমার (দলভুক্ত) এবং আমিও তাদের (দলভুক্ত)।"[হাদীসটি বুখারী তার সহিহ গ্রন্থে (২৪৮৬) বর্ণনা করেন এবং পরিচ্ছেদের শিরোনাম দেন এভাবে: পরিচ্ছেদ: 'খাদ্য, পাথেয় ও দ্রব্য-সামগ্রীতে অংশদারিত্ব এবং পরিমাপযোগ্য ও ওজনযোগ্য দ্রব্য কীরূপে বণ্টন করা হবে; অনুমানের ভিত্তিতে, নাকি মুঠো মুঠো করে? যেহেতু মুসলিমরা সফরের পাথেয়ের ক্ষেত্রে অংশীদারিত্বকে দূষণীয় মনে করেন না যে অমুক এতটুকু খাবে, আর অমুক ততটুকু খাবে।']

অন্যদিকে দ্বিতীয় রূপটি জুয়া। এটি হারাম হওয়ার হওয়ার ব্যাপারে সমকালীন বিভিন্ন ফকিহী একাডেমি একমত পোষণ করছে।

দুই:

যে সমবায় স্বাস্থ্য বীমায় অংশ নেওয়া বৈধ আর যে বীমা হারাম জুয়ার উপর প্রতিষ্ঠিত দু'টোর মাঝে মৌলিক কিছু পার্থক্য রয়েছে। সুনির্দিষ্ট কোন ইস্যুর ক্ষেত্রে হালাল বা হারাম ফতোয়া দেয়ার আগে এই পার্থক্যগুলো যাচাই করা আবশ্যক।

‘আল-মা’আঈরুশ শরইয়্যাহ’ গ্রন্থে (পৃ. ৩৭২-৩৭৩) এসছে:

সমবায় বীমা হালাল হওয়া এবং বাণজ্যিকি বীমা হারাম হওয়ার কারণগুলো মৌলকি কছিু পার্থক্যরে উপর নর্িভরশীল; সগেুলো হচ্ছ:ে

“ক) প্রচলতি বীমা একটি আর্থকি বনিমিয়মূলক চুক্তি, যার মূল লক্ষ্য বীমা থকেে লাভ করা। তাই এটরি ক্ষত্রেে আর্থকি বনিময়রে বধিানগুলো প্রযোজ্য; যে বধিানগুলোতে অনশ্চিয়তা (গারার) প্রভাব ফলে।ে শরীয়তরে দৃষ্টতিে প্রচলতি বীমার বধিান: হারাম। অন্যদকিে সমবায় বীমা দানভত্তিকি লনেদনে। অনশ্চিয়তা (গারার) এতে কোনো প্রভাব ফলে না।ে

খ) ইসলামী বীমায় কোম্পানি [কংিবা বীমা তহবলিরে কোন কোন রূপ, যমেন প্রশ্নে বর্ণতি রূপ] বীমা একাউন্টরে পক্ষ থকেে চুক্তত িউকলি মাত্র। অন্যদকিে ব্যবসায়কি বীমায় কোম্পানি নজিইে একটা মূল পক্ষ এবং কোম্পানরি নামে চুক্তি সম্পন্ন হয়।

গ) ব্যবসায়কি বীমায় কোম্পানি বীমার প্রাপ্য অর্থ পরশিোধরে দায় বহনরে বনিমিয়ে কস্তিগিুলোর মালকি হয়। অন্যদকিে ইসলামী বীমায় কোম্পানি সদস্য ফী-এর মালকি হয় না। কারণ কস্তিগিুলো বীমা একাউন্টরে মালকিাধীন হয়ে যায়।

ঘ) কস্তিসিমূহ ও কস্তিগিুলোর আয় থকেে খরচ ও ক্ষতপিূরণ প্রদানরে পর যা উদ্বৃত্ত থাকে তা পলসি হিোল্ডারদরে একাউন্টরে মালকিানায় থকেে যায়। এ অতরিক্তি অর্থই পরবর্তীতে তাদরে মাঝে বণ্টন করা হয়। কন্তিু ব্যবসায়কি বীমায় এটি কল্পনা করা যায় না। কারণ কস্তিগিুলো চুক্তি ও হস্তান্তররে মাধ্যমে এটি কোম্পানরি মালকিানাভুক্ত হয়ে যায়। বরং ব্যবসায়কি বীমায় এটাকে কোম্পানরি আয় ও লাভ হসিবেে গণ্য করা হয়।

ঙ) ইসলামী বীমায় কস্তিগিুলোর মূলধনরে অর্থ বনিয়িোগ করে যে আয় হয় কোম্পানরি প্রাপ্য মুদ্বারাবার অংশ কটেে রাখার পর অবশষ্টি অর্থ ইসলামী ইন্সুরন্সেরে পলসিধিারীদরে অ্যাকাউন্টে ফরিে যায়। অন্যদকিে ব্যবসায়কি বীমায় তা কোম্পানরি কাছইে ফরেত যায়।

চ) ইসলামী বীমা সমাজরে সদস্যদরে মাঝে সহযোগতিা নশ্চিতি করার লক্ষ্যে কাজ কর।ে এ বীমার মাধ্যমে লাভবান হওয়ার লক্ষ্য থাকে না। অন্যদকিে ব্যবসায়কি বীমা স্বয়ং বীমা থকেইে লাভবান হওয়ার লক্ষ্যে কাজ কর।ে

ছ) ইসলামী বীমায় কোম্পানরি আয়রে উৎস কোম্পানি কর্তৃক অর্থরে বনিয়িোগ এবং মুদ্বারাবার লাভে কোম্পানরি হস্যি। যহেতেু এখানে বীমা কোম্পানি হলো মুদ্বারবি (শ্রমদাতা)। আর ইন্সুরন্সেরে একাউন্ট হলো অর্থরে মালকি।

জ) ইসলামী বীমায় গ্রাহক ও বীমাকারী প্রকৃতপক্ষে একই, যদওি আনুষ্ঠানকি ববিচেনায় তারা ভন্নি হতে পার।ে অন্যদকিে ব্যবসায়কি বীমায় তারা পুরোপুরি আলাদা।

ঝ) ইসলামী বীমা ইসলামী শরীয়াহর বধিি-বধিান ও ফতোয়া বোর্ডরে সদ্ধিান্ত মনেে চলতে বাধ্য। অন্যদকিে ব্যবসায়কি বীমায় শরয়ী বধিি-বধিান মনেে চলা হয় না। ..” [সমাপ্ত]

আমরা জানি এখানে উল্লখিতি অনকে পার্থক্যরে সাথে প্রশ্ন বর্ণতি তহবলিরে কোনো সম্পৃক্ততা নইে। তবে, আমরা এখানে এটি তুলে ধরছেি যাতে পাঠক বধৈ সমবায় বীমা ও হারাম ব্যবসায়কি বীমার মধ্যে বদ্যিমান বশিাল পার্থক্য বুঝতে পারনে এবং তারপর সরকারী স্বাস্থ্য বীমার তহবলিকে এর সাথে তুলনা করতে পারনে।

তনি:

আপনাদরে তহবলিরে ব্যাপারে সূক্ষ্ম ফতোয়া প্রদান করা এবং আপনাদরেকে সমবায় বীমার শর্তাবলি মনেে চলার ক্ষত্রেে সহায়তা করার জন্য আমাদরে কাছে অবশ্যই এই তহবলিরে অফসিয়িাল কাগজপত্র পাঠাতে হবে। পাশাপাশি তহবলিে অর্থ প্রদানকারীরা যে চুক্তপিত্রসমূহে স্বাক্ষর করে সগেুলোও দতিে হবে; যাতে করে সগেুলো গবষেণা করে হুকুম প্রদান করা যায়। যদওি আপনাদরে তহবলিরে ব্যাপারে আমরা যে মন্তব্যরে দকিে ঝুঁকছি সটেি হচ্ছে এটি ইন শা আল্লাহ নরিাপদ। তবে তহবলিরে দাপ্তরকি কাগজপত্র এবং সদস্য হওয়ার ফরমসমূহ দখোর আগে নশ্চিতি হুকুম প্রদান করা যাবে না।

‘আল-মা’আইরুশ শারইয়্যাহ’ গ্রন্থরে প্রণতোরা সমবায় ফান্ডসমূহ গঠনরে ক্ষত্রেে বশে কছিু মৌলকি বষিয় উল্লখে করা আবশ্যক হসিবেে গণ্য করছে।ে বইটতিে (পৃ. ৩৬৪) উল্লখে রয়ছে:ে

‘ইসলামী বীমা হচ্ছ:ে এমন এক চুক্ত,ি যখোনে কছিু ব্যক্তি নর্দিষ্টি ঝুঁকরি সম্মুখীন হওয়ার আশঙ্কা থকেে ঐ ঝুঁকজিনতি ক্ষতি এড়ানো বা তা মোকাবলিার জন্য পরস্পররে মধ্যে সহযোগতিায় চুক্তবিদ্ধ হয়। এই লক্ষ্যে তারা সবাই দান হসিবেে কছিু অর্থ প্রদান করব।ে এর মাধ্যমে গঠতি হবে একটি বীমা তহবলি, যে ফান্ডটি একটি স্বতন্ত্র আইনি সত্তা হসিবেে গণ্য হব।ে এই ফান্ডরে নজিস্ব স্বতন্ত্র আর্থকি দায়-দায়ত্বি থাকব।ে কোনো সদস্য বীমাকৃত ঝুঁকরি কারণে ক্ষতরি সম্মুখীন হলে নর্ধিারতি নীতমিালা ও নথপিত্ররে ভত্তিতিে তহবলি থকেে তাকে ক্ষতপিূরণ দওেয়া হব।ে তহবলি পরচিালনার জন্য একটি কমটিি থাকব,ে যে কমটিি অংশীদারদরে মধ্য থকেে নর্বিাচতি হব।ে কংিবা কোন শয়োরহোল্ডার কোম্পানি নর্ধিারতি পারশ্রমকিরে বনিমিয়ে এটি পরচিালনা করব।ে এ কোম্পানি বীমা-সংক্রান্ত সকল কার্যক্রম পরচিালনা করবে এবং তহবলিরে অর্থ শরীয়াহ্সম্মতভাবে বনিয়িোগ করব।ে

অন্যদকিে প্রচলতি (ব্যবসায়কি) বীমা হচ্ছে একটি আর্থকি বনিমিয় চুক্ত;ি যার লক্ষ্য থাকে বীমা থকেে সরাসরি লাভবান হওয়া। যে চুক্ততিে বনিমিয়মূলক আর্থকি লনেদনেরে যাবতীয় বধিি-বধিান প্রযোজ্য হয়; যে লনেদনেগুলোকে অনশ্চিয়তা (গারার) প্রভাবতি করে। শরীয়তরে দৃষ্টতিে প্রচলতি বীমার বধিান হচ্ছে— এটি হারাম।

ইসলামী বীমা নম্নিোক্ত শরয়ি মূলনীতি ও ভত্তিরি উপর প্রতষ্ঠিতি। যে মূলনীতগিুলো কোম্পানরি মমেোরেন্ডামে অথবা

কাগজপত্রে লেখা থাকা আবশ্যক:

এক: অংশগ্রহণ দানরে ভত্তিতিে হতে হবে। অংশীদার ব্যক্তি তার প্রদত্ত অর্থ এবং এর থকেে প্রাপ্ত আয় ক্ষতগ্রিস্ত সদস্যদরে ক্ষতপূিরণরে জন্য বীমার একাউন্টে দান করে দচ্ছিে এমনটি লিখো থাকতে হবে। প্রয়োজনে বীমার নীতমিালা অনুসারে সে যে কোনো ধরনরে সম্ভাব্য ঘাটতি পূরণ করতওে বাধ্য থাকবে।

দুই: বীমা পরচিালনাকারী কোম্পানি দুটি পৃথক হসিাব খুলবে। ১. কোম্পানরি নজিস্ব হসিাব। এটি কোম্পানরি প্রাপ্য অধকিার ও দায়-দায়ত্বিরে সাথে সংশ্লষ্টি। ২. বীমা তহবলিরে হসিাব। এটি বীমাকারীদরে (পলসিধিারীদরে) দায়-দায়ত্বি ও অধকিাররে সাথে সংশ্লষ্টি।

তনি: বীমার অ্যাকাউন্ট তথা তহবলি পরচিালনার কাজে কোম্পানি উকলি হসিবেে গণ্য হবে। পাশাপাশি এই তহবলিরে অর্থ বনিয়িোগ করার সময় সে অংশীদার বা উকলি হসিবেে গণ্য হবে।

চার: বীমা তহবলিে থাকা অর্থ এবং বনিয়িোগ থকেে অর্জতি আয় কবেল তহবলিরে মালকিানাধীন থাকবে। অনুরূপভাবে এই তহবলিই এর দায়-দায়ত্বি বহন করবে।

পাঁচ: বীমার অনুমোদতি নীতমিালায় উদ্বৃত্ত অর্থ কল্যাণকর কাজে ব্যয় করার কথা উল্লখে থাকা জায়যে। ... শর্ত হচ্ছে পরচিালনাকারী কোম্পানি এই উদ্বৃত্ত থকেে কছিুর হকদার হতে পারবে না।

ছয়: সমবায় বীমা গুটয়িে ফলোর সময় বীমার সকল অর্থ এবং উদ্বৃত্ত অর্থ কল্যাণকর খাতে ব্যয় করে দয়ো।

সাত: বীমার কার্যাবলি পরচিালনা করার ক্ষত্রেে অংশীদাররাই অগ্রাধকিার পাবে।

আট: বীমা কোম্পানি তার সকল কার্যক্রম ও বনিয়িোগে ইসলামী শরীয়তরে বধিি-বধিান মনেে চলবে। বশিষে করে হারাম কোনো কছিুর জন্য বীমা করবে না।

নয়: তত্ত্বাবধানরে জন্য একটি শরীয়াহ তত্ত্বাবধায়ক বোর্ড থাকবে যাদরে প্রদত্ত ফতোয়া মানা কোম্পানরি জন্য বাধ্যতামূলক থাকবে। শরয়ি অনুশাসন পর্যবক্ষেণরে জন্য বশিষে অডটি বভিাগও থাকবে।’[সমাপ্ত]

বীমা তহবলি তরৈি করার কাগজপত্রে এই বষিয়গুলো ববিচেনা করা উচতি। বশিষে করে যে বীমা কোম্পানগিুলো বীমার তহবলিে অংশীদারদরে প্রদত্ত অর্থ বনিয়িোগ করে। বীমা কোম্পানি পরচিালনার সংবধিতিে অথবা নীতমিালায় এগুলোর উপস্থতিরি ব্যাপারে নশ্চিতি হতে হবে।

আল্লাহই সর্বজ্ঞ।